দৈনিক
ইত্তেফাক

17 APR 2008

উচ্চ মাধ্যমিক থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা উঠে যাচ্ছে ॥ দুই হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম থেকে তুলে দেয়া হচ্ছে। ১৯৯৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চালু হওয়ার এক যুগ পরেই বিষয়টি বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে সরকার। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সারাদেশের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক চরম অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছেন।

একটি কর্মমুখী ও বাস্তবধর্মী বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ১৯৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শর্টহ্যান্ড ও টাইপ লিখন নামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে এই বিষয়টি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে, ১৯৯৮ সালে আলাদা বিষয় হিসেবে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা নামে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু গত ৭ ফেব্রুয়ারী শিক্ষাসচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২ হাজার শিক্ষকের ভবিষ্যৎ কি হবে অর্থাৎ তাদের অন্য কোন বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে আত্মীকরণ করা হবে কিনা সেই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমানে ১৯ টি সরকারী কলেজসহ প্রায় দুই শতাধিক কলেজে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পড়ানো হয়। প্রায় ২ হাজার শিক্ষকের মধ্যে ১৫০০ এমপিওভুক্ত এবং ৫০০ নন এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। গতবছর এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এদিকে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষকরা চরম বিপাকে পড়ে গেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে তারা বেশ শংকায় রয়েছেন। তারা বলছেন, এই ধরনের কর্মমুখী শিক্ষা বাদ দেয়া হলে হাজার হাজার দক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হবে। এছাড়া সাচিবিক বিদ্যার শিক্ষকদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তাও হয়ে গেছে।